নর খাদক

কুন্তল চক্রবর্তী

নর খাদক

২৫/০৬/২০২৬

কুন্তল চক্রবর্তী

অরণ্য আর নীলিমা–শহরের কোলাহল থেকে দূরে, পাহাড়ের পাদদেশে তাদের ছোট্ট কাঠের বাড়ি। তাদের ভালোবাসা ছিল রূপকথার মতো। অরণ্য একজন চিত্রশিল্পী, আর নীলিমা তার অনুপ্রেরণা। নীলিমার প্রতিটি অঙ্গভঙ্গি, তার চোখের চাহনি, তার গলার স্বর–সবই অরণ্যের ক্যানভাসে জীবন্ত হয়ে উঠত।

কিন্তু অরণ্যের ভালোবাসার ধরনটা ছিল একটু অন্যরকম। সে বলত, "নীলিমা, তোমাকে আমি এতটাই ভালোবাসি যে, আমার মনে হয় তোমাকে আমার শরীরের ভেতরেই রেখে দিই। তোমাকে ছাড়া আমার অস্তিত্ব অর্থহীন।" নীলিমা হাসত, অরণ্যের এই পাগলামিকে সে গভীর প্রেম বলেই মনে করত।

শীতের এক কুয়াশাচ্ছন্ন রাত। বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইছে। অরণ্য নীলিমাকে বলল, "আজ রাতে তোমাকে আমার সবচেয়ে প্রিয় খাবার খাওয়াব।" নীলিমা অবাক হয়ে দেখল, অরণ্য রান্নাঘরে অনেকক্ষণ ধরে ব্যস্ত। ঘরজুড়ে এক অদ্ভুত, মিষ্টি অথচ ভারী গন্ধ ছড়িয়ে পড়ছিল।

খাবার টেবিলে অরণ্য খুব যত্ন করে নীলিমাকে বসাল। নীলিমা দেখল, প্লেটে সাজানো মাংসের টুকরোগুলো অদ্ভুতভাবে মসৃণ। সে জিজ্ঞেস করল, "এটা কিসের মাংস, অরণ্য?"

অরণ্য তার চোখের দিকে তাকিয়ে এক অদ্ভুত, শীতল হাসি হাসল। সে ফিসফিস করে বলল, "এটা সেই মাংস, যা আমি বছরের পর বছর ধরে চেয়েছি। এটা আমার নিজেরই অংশ, নীলিমা। কিন্তু আজ আমি তোমাকে আমার ভেতরে নিতে চাই না, বরং আমি চাই তুমি আমাকে তোমার ভেতরে নাও।"

নীলিমা কিছু বুঝে ওঠার আগেই অরণ্য তার হাতের ছুরিটা টেবিলের ওপর রাখল। তার ডান হাতের কবজি থেকে রক্ত ঝরছে, আর প্লেটের মাংসের সাথে তার নিজের শরীরের মাংসের কোনো পার্থক্য নেই। নীলিমা ভয়ে চিৎকার করতে চাইল, কিন্তু তার গলা দিয়ে স্বর বের হলো না। অরণ্য তার রক্তাক্ত হাত দিয়ে নীলিমার গাল ছুঁয়ে বলল, "ভয় পেও না প্রিয়তমা। আমি তোমাকে আমার শরীরের প্রতিটি কোষ দিয়ে ভালোবেসেছি। আজ রাতে আমরা এক হয়ে যাব। তুমি আমাকে খেয়ে ফেলো, তাহলেই আমি চিরকাল তোমার ভেতরে বেঁচে থাকব।"

পরদিন সকালে পাহাড়ের সেই নির্জন বাড়িতে কোনো শব্দ ছিল না। শুধু ক্যানভাসে অরণ্যের আঁকা নীলিমার শেষ ছবিটি পড়ে ছিল, যার রঙগুলো ছিল গাঢ় লাল। আর রান্নাঘরের টেবিলে পড়ে ছিল দুটি খালি প্লেট, যেখানে অরণ্যের শরীরের অবশিষ্টাংশ আর নীলিমার তৃপ্তির চিহ্ন মিশে ছিল। নীলিমা জানালার পাশে বসে ছিল, তার ঠোঁটে লেগে ছিল এক অদ্ভুত, শীতল তৃপ্তির হাসি। সে এখন আর একা নয়, অরণ্য এখন তার শরীরের প্রতিটি রক্তকণিকায় মিশে আছে।

Other books written by Kuntal Chakraborty

- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[FirstVolume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[প্রথম খণ্ড]
- সিরাজ দৌলার প্রতিশোধ (বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব) কুন্তল চক্রবর্তী
- কুয়াশার রেশম (লেখক- শ্রী কুন্তল চক্রবর্তী, প্রসাসক- দোলন-চাঁপা পত্রিকা)
- ভ্রমণ বৃতান্ত
- History Of World(11.12.2020 and 2021-2023)[Second Volume]
- পৃথিবীর ইতিহাস (11.12.2020and2021-2023)[দ্বিতীয় খণ্ড]
- শেষ চিঠি